জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি

শাহরিয়ার কবির

জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি ❖ শাহরিয়ার কবির

জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি

শাহরিয়ার কবির

অনুপম প্রকাশনী

স্বত্ব
অর্পণ শাহরিয়ার

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
শাহাবুদ্দীন

আলোকচিত্র
শামসুল হক টেংকু

বর্ণবিন্যাস : ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, গ–১৬ মহাখালী, ঢাকা–১২১২
মুদ্রণ : নিউ পুবালী মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা–১১০০

মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

JAHANARA IMAMER SHESH DINGULEE : (Last Days of Jahanara Imam) by Shahriar Kabir.
Published by Milan Nath, Anupom Prokashoni
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Printed by New Pubali Mudrayan, 46/1 Hemandra Das Road, Dhaka-1100
First published : February 1995
Cover Design : Shahabuddin
Photograph : Shamsul Haque Tenku
Price : Tk. 60.00 only

ISBN 984-404-055-8

উৎসর্গ

জামী ও ফ্রিডাকে
মৃত্যুশয্যায় যারা আমার পাশে ছিল

সৈয়দ হাসান ইমাম প্রস্তাব দিলেন একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলো সেটা স্মরণ করার জন্য পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি পালন করা হবে। মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে রাত বারোটা এক মিনিটে শহীদদের স্মরণে জাতীয় শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। তারপর মোমবাতি হাতে মিছিল করে নিকটবর্তী জগন্নাথ হলের বধ্যভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। হাসান ভাইর এই প্রস্তাব সবাই অনুমোদন করলেন। জাহানারা ইমামও শুনে বললেন এটা করা দরকার। তখন তিনি হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বার বার জানতে চাইছিলেন, গণতদন্ত কমিশনের কাজ কদ্দুর? কারণ কমিশনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা কেউ তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারছিলেন না যে, কমিশনের রিপোর্ট যথাসময়ে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বেরুবে।

৭

জাতীয় সমন্বয় কমিটির শরিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাহানারা ইমাম বেগম সুফিয়া কামালকে আহবায়ক করে এগারো সদস্যের জাতীয় গণতদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করেছিলেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে রাস্তায় পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়েছিলেন। এটাকে তিনি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলেন। কারণ আপত্তি আসবে জামাত এবং তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে এটা জানা কথা। সরকার যে এটা সুনজরে দেখেনি তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতা কর্মীদের উপর ২৬ ও ২৮ মার্চের নৃশংস হামলার ঘটনায়। কিন্তু বাধা যখন এলো ভেতর থেকে তখন তিনি সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দৃঢ়ভাবে সমস্ত বাধা অতিক্রম করেছিলেন তিনি। তারপরও এ কাজ শুধু তার পক্ষেই সম্ভব ছিলো।

সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে গণতদন্ত কমিশনের প্রথম সভায় কাজের পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিলো। কাজের সুবিধার জন্য একটি সেক্রেটারিয়েট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তদন্ত কমিশনের সদস্যরা। সভায় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হলো। কথা উঠলো কতজনের হবে এই সেক্রেটারিয়েট। আমার ধারণা ছিলো গণআদালতের সময় যেরকম ছোট একটা টীম নিয়ে চুপচাপ কাজ করেছি সেরকম কিছু করবো। অভিজ্ঞতা থেকে জানি বেশি লোক নিয়ে এ ধরনের কাজ হয় না। যখন প্রস্তাব করলাম, সেক্রেটারিয়েট ছোট রাখা হোক এবং আমাদের কাউকে দায়িত্ব দেয়া হোক তখন আপত্তি উঠলো স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে। কেউ কেউ বললেন, তদন্ত কমিশন একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, এতে সমন্বয়ের কারও থাকা ঠিক হবে না। আর সেক্রেটারিয়েটও বড় হওয়া দরকার, যাতে অধিক সংখ্যক লোককে তদন্তে সংযুক্ত করা যায়।

গণআদালতের বিচার পর্বের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের সময় সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যখন একটি উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিলো জাহানারা ইমাম চেয়েছিলেন সেই কমিটিতে আমাকে রাখতে। কেন্দ্রীয় কমিটির সেই বৈঠকে আমি

উপস্থিত ছিলাম না। বলা হলো শুধু আইনজীবীরা থাকবেন এই কমিটিতে। পরে যখন সেই কমিটি নিয়ে কোনও কাজ হলো না, কমিটির আহবায়ক জেড আই খান পান্নাকে জাহানারা ইমাম বললেন আমাকে কো-অপ্ট করে নেয়ার জন্য। এ কাজের উপযুক্ত কয়েকজন তরুণ, পরিশ্রমী ও মেধাবী সাংবাদিক এবং আইনজীবী নিয়ে কাজ সম্পন্ন করি। মূল কমিটির এ্যাডভোকেট পান্না ছাড়া আর কারও চেহারাও তখন দেখেনি। জাহানারা ইমামের নির্দেশে তখন অত্যন্ত গোপনে কাজ করতে হয়েছিলো আমাদের। এটা সমন্বয়ের অনেক নেতা পছন্দ করেননি। আমি ছাড়া অন্য কোনও নেতা জানেন না কী হচ্ছে, এটা তাঁদের মনঃপূত ছিলো না। শুধু জাহানারা ইমামের জন্য তখন এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেননি।

তদন্ত কমিশনের কাজের ধরণও ছিলো অনেকটা গণআদালতের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের মতো, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রমসাধ্য কাজ এবং কিছু টেকনিক্যালও বটে। যখন বড় সেক্রেটারিয়েটের কথা উঠলো তখন টেকনিক্যাল এবং গোপনীয়তার কথা বলে তাঁদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু করা গেলো না। এক এক জন নেতা তাঁদের পছন্দের সাংবাদিক আর আইনজীবীদের নাম ঢোকাতে লাগলেন। সংখ্যা বাড়তে বাড়তে চল্লিশ অতিক্রম করলো। এ্যাডভোকেট আ. ফ. ম মেজবাহউদ্দিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক আসিফ নজরুলকে করা হলো যুগ্ম আহবায়ক। আসিফ বিচিত্রায় আমার সঙ্গে কাজ করেছে, গণআদালতের সময়ও প্রচুর কাজ করেছে। কাজের ধরন ওর জানা থাকলেও সেক্রেটারিয়েটের অনেকের এ ধরনের কাজের কোনও অভিজ্ঞতা ছিলো না। জাহানারা ইমাম পরে বললেন, 'কমিটিতে না থাকলেও পুরো কাজটা তুই আর আমি দুজন মিলে তদারক করবো।'

তদন্ত কমিশন ঠিক করেছিলো একাত্তর ও বাহাত্তরের সংবাদপত্র, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ এবং অভিযুক্তদের কাজের এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষ্য থেকে যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র থেকে '৮৭ সালে 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি সেখানে আট যুদ্ধাপরাধীদের অধিকাংশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ছিলো। এই গ্রন্থের তথ্যও এভাবে সংগৃহীত হয়েছিলো। তদন্ত কমিশন তাঁদের সেক্রেটারিয়েটকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করেছিলেন। এক গ্রুপ পত্রিকা দেখবে, এক গ্রুপ বই দেখবে, আরেক গ্রুপ এলাকা থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করবে। যাঁরা পত্রিকা ও বই নিয়ে কাজ করবে তাঁদের সুবিধার জন্য জাহানারা ইমাম আর আমি বসে একটা তালিকা তৈরি করে দিলাম।

তদন্ত কমিশনের সেক্রেটারিয়েট তিরানব্বইয়ের জুলাই মাস থেকে জাহানারা ইমামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করলো। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বই তিনি সেক্রেটারিয়েটের হাতে তুলে দিলেন। সদস্যরা নিজেরাও প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করলেন। একটি গ্রুপ বসে গেলো পত্রিকা দেখার জন্য। এ সব অভিযুক্তদের অধিকাংশ সম্পর্কেই একাত্তরের দৈনিক সংগ্রাম ও অন্যান্য পত্রিকায় পর্যাপ্ত তথ্য ছিলো যা তাদের পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও দলীয় কর্মীদের গণহত্যা মুক্তিযোদ্ধা

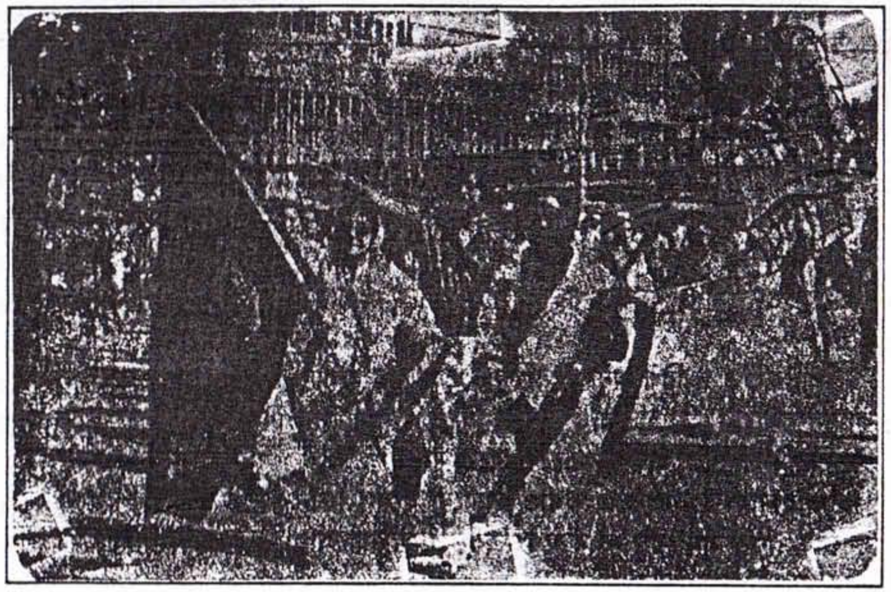

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মিছিলের পুরোভাগে জাহানারা ইমাম, পাশে জাতীয় সমন্বয় কমিটির মহানগর শাখার আহবায়ক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও রওশন জাহান সাথী

বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য প্ররোচনা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

অক্টোবর মাসে জাহানারা ইমাম তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গেলেন। সিদ্ধান্ত ছিলো নবেম্বরের মধ্যে তদন্ত শেষ হয়ে যাবে। তদন্ত কমিশন সেক্রেটারিয়েটের খসড়া রিপোর্ট পর্যালোচনা করবেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটির হাতে অর্পণ করবেন। কমিটি প্রকাশ্য জনসভায় এই রিপোর্ট ঘোষণা করবে।

জাহানারা ইমামের চলে যাওয়ার পর তদন্ত কমিশনের সেক্রেটারিয়েটের কাজে ভাটা পড়লো। এ্যাডভোকেট মেজবাহ সেক্রেটারিয়েটের আহবায়ক হলেও আসিফ নজরুলের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে পুরো কাজের দায়িত্ব ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটিতে তদন্ত কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সৈয়দ হাসান ইমাম ও আমাকে বলা হয় এ বিষয়ে সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। আসিফ নজরুলের সঙ্গে আমি কথা বললাম কাজ কোন পর্যায়ে আছে জানার জন্য। আসিফ রিপোর্ট দেখাতে গাঁইগুঁই করে শেষে বললো, 'আম্মা বলেছেন সমন্বয় কমিটির কাউকে যেন রিপোর্ট না দেখাই। এমনকি আপনাকে বা হাসান ইমামকেও নয়।'

'আম্মা এরকম কথা কখনও বলতে পারেন না।' আসিফের কথা শুনে আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি।

'আম্মা, এরকমই বলেছেন। তাঁকে ছাড়া সমন্বয়ের কাউকে রিপোর্ট দেখানো চলবে না।'

আসিফের কথা তদন্ত কমিশনের সদস্য ডঃ খান সারওয়ার মুরশীদকে জানালাম। তিনি নিজে আসিফের বাসায় গিয়েও রিপোর্ট উদ্ধার করতে পারলেন না। শেষে তিনি বেগম সুফিয়া কামালকে বললেন রিপোর্ট প্রকাশ ৪০ দিন পিছিয়ে দেয়ার জন্য।

পুরো ঘটনা জাহানারা ইমামকে লিখে জানালাম। সেবার ডাক্তাররা তাঁকে বলেছিলেন, অস্ত্রোপচারের পর কমপক্ষে চার মাস পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। তখন এক মাসও পেরোয়নি। তিনি আসিফকে লিখলেন দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। আমাকে পরিষ্কার লিখলেন, আসিফ যা বলেছে এমন কথা তিনি কখনও বলেননি। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনার পর আসিফের সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে।

পরিবর্তিত তারিখ অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশের কথা ২৬ জানুয়ারি। বেগম সুফিয়া কামাল বললেন, 'জাহানারা সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। সব কিছু ও করেছে। ওকে বাদ দিয়ে আমি রিপোর্ট ঘোষণা করতে পারবো না।'

জাহানারা ইমামকে এ কথাও জানানো হলো। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে টেলিফোন করে বললেন, 'বড় সমাবেশ না করলেও চলবে। সুফিয়া আপাকে বল সাংবাদিক সম্মেলন করে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য।'

তাঁকে জানালাম রিপোর্ট তখনও শেষ হয়নি। শুনে খুবই বিরক্ত হলেন তিনি। বললেন দু' সপ্তাহের ভেতর তিনি দেশে ফিরে আসছেন। তাঁর অবর্তমানে সমন্বয় কমিটির কাজেও ভাটা পড়েছিলো।

তিনি এলেন চুরানব্বইয়ের ৮ ফেব্রুয়ারী। সেদিনই আসিফের সঙ্গে তাঁর কথা হলো। আসিফ ওঁকে বললো, 'আম্মা, তুমি কোনও চিন্তা করো না। আমি দশ দিনের ভেতর সব কাজ শেষ করে রিপোর্ট তোমার হাতে তুলে দেবো।'

কিছুটা নিশ্চিত হলেন জাহানারা ইমাম। কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ২২তম বার্ষিকী এবং গণআদালতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। সমন্বয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো ২৬ মার্চ মহাসমাবেশ আয়োজনের।

এদিকে আসিফের কথামতো দশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও তিনি রিপোর্ট পেলেন না। সেক্রেটারিয়েটের অন্য সদস্যরা জানালেন, তাঁরা তাঁদের কাজ শেষ করে আসিফের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। জাহানারা ইমাম প্রতিদিন আসিফের বাসায় লোক পাঠাচ্ছেন, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে তিনি ওকে ভর্ৎসনা করে দীর্ঘ এক চিঠি লিখলেন। সে চিঠির জবাব পেয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমাকে ডেকে তিনি তাঁর চিঠির কপি আর আসিফের জবাব— দুটোই পড়তে দিলেন।

আসিফ লিখেছে, ওর বাবা মা ওর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের কথা ভেবে ওকে এসব কাজে জড়াতে নিষেধ করেছেন। গণআদালতের পর ও নাকি বাবা মাকে বলেছিলো, এসব কাজ আর করবে না। জাহানারা ইমামের চিঠি ওর মার হাতে পড়েছে। মা ওকে কসম খাইয়েছেন এ কাজ না করতে। মা'র কাছে দেয়া কসমের জন্য ও এ কাজ করতে পারবে না।

ওর দীর্ঘ চিঠি পড়ে শেষ করার পর জাহানারা ইমাম আমাকে বললেন, 'বল এখন আমি কী করবো।'

কী করা যায় আমিও ভাবছিলাম। হাতে এক মাসও সময় নেই। আসিফ কতদূর কাজ করেছে কিছুই জানি না। বললাম, 'ওর কাছে কাগজপত্র যা আছে আগে সেগুলোই উদ্ধার করতে হবে।'

জাহানারা ইমাম আমার হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন— 'কিভাবে করবি আমি জানি না। তুই আমাকে কথা দে যেভাবে পারিস পঁচিশে মার্চের ভেতর সব কাজ শেষ করে রিপোর্ট আমার হাতে দিবি।'

এই আন্দোলন করতে এসে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অপমানিত হয়েছেন নিজেদেরই লোকদের আচরণে। তাঁর আপোষহীন মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত অটল থাকার কারণে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। আসিফের মতো ছেলে— যে তাঁকে 'আম্মা' বলতে অজ্ঞান, গণআদালতের সময় থেকে নিজেকে তাঁর অতি বিশ্বস্ত একজন হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করেছে, সে তাঁর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করতে পারে এটা ধারণার বাইরে ছিলো। তাঁর গভীর ক্ষোভ ও সীমাহীন যন্ত্রণা উপলব্ধি করলাম। বললাম, 'আম্মা, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। পঁচিশে মার্চের ভেতরই রিপোর্ট পাবেন।'

তিনি বললেন, 'টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুই নিজের পছন্দমতো ছেলেদের নিয়ে একটা টীম কর যারা তুই যা বলবি শুনবে। কাল থেকে কাজ শুরু করে দে।'

সেদিনই আসিফের বাসায় গেলাম। শান্ত গলায় বললাম, 'আসিফ, কাজ করতে পারবে না এ কথা আগে বলতে কী অসুবিধে ছিলো।'

ও বললো, 'আমার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান বলেছেন, এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আমি স্কলারশিপ পাবো না।'

'যতটুকু কাজ হয়েছে সেসব কাগজ আমাকে দাও। যদি পারো রিপোর্টের একটা উপসংহার তৈরি করো। বাকিটা আমি দেখবো।'

আসিফ বিনা প্রতিবাদে এক গোছা কাগজ এনে আমার হাতে তুলে দিলো। ওকে বললাম, 'তুমি মিথ্যে কথা কেন বলেছিলে? আম্মা কখনও তোমাকে এসব কাগজ আমাকে দেখাতে বারণ করেননি। আর আম্মাকে এরকম চিঠি লেখাও উচিৎ হয়নি।'

আসিফ বললো, 'শাহরিয়ার ভাই, আপনার মতো সাহস আমার নেই। আমি ক্যারিয়ারের কথা ভাবি। আপনাকে তখন এগুলো দেখালে আপনি রাগ করতেন। আপনার কথা আমি ফেলতে পারতাম না। আমি ভয় পেয়েছিলাম। এবার স্কলারশিপ হাতছাড়া হলে আবার কবে পাবো তার কোনও ঠিক নেই। আমি আম্মার কাছে ক্ষমা চাইবো।'

আসিফ যেভাবে নিজের দুর্বলতার কথা বললো, ওর ওপর রাগ করতে পারলাম না। বললাম, 'তোমার এই ব্যর্থতার জন্য আম্মাকে ট্রিটমেন্ট শেষ না করেই চলে আসতে হয়েছে। এখন যে কথা বললে যদি নবেম্বরে এ কথা বলতে তাহলে এতদিনে সব ঠিক করে ফেলা যেতো।'

জাহানারা ইমামকে বললাম, 'আসিফ আপনার কাছে মাপ চাইতে আসবে।'

তিনি ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'ওর মতো ছেলের মুখ আমি দেখতে চাই না। ওকে বারণ করে দিবি আমার বাসায় যেন না আসে।'

তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটা সত্ত্বেও আসিফ নজরুল তদন্ত কমিশনের খসড়া রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলো।

জাহানারা ইমাম ছয় হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'ছেলেদের কাকে কোথায় পাঠাবি, তুই ঠিক করবি। টাকার দরকার হলে আমাকে বলবি। আমেরিকার সমন্বয় কমিটির নূরুন নবীরা এ কাজের জন্য আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে।

টাকা আরও অনেক লেগেছিলো। একাত্তরের এসব ঘাতকদের তৎপরতা বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ের কাজে কিছুটা সময় লাগছিলো। জাহানারা ইমামকে আশ্বস্ত করার পরও তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। স্টিয়ারিং কমিটির দু'জন নেতাকে তালিকাভুক্ত ঘাতকদের দু'জন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁদের কাজেরও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। ঘাতকদের দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

৮

তিরানব্বইয়ের জানুয়ারি মাসে তদন্তের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের নাম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্টিয়ারিং কমিটিতে আলোচনা হয়েছিলো নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিদের বাছাই করা হবে। যাদের অপরাধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। তখন এটাও আলোচিত হয়েছিলো শুধু জামাতী নয়, অন্যান্য ঘাতক দালালদের নামও তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মওলানা মান্নান, আনোয়ার জাহিদ ও আবদুল আলিমের নাম এই বিবেচনা থেকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিলো। তখন অবশ্য সমন্বয়ের শরিক কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বলেছিলেন, আমরা যখন গোলাম আযমেরই কিছু করতে পারিনি, তখন আবার নতুন নাম কেন ঘোষণা করছি।

এ বিষয়ে জাহানারা ইমামের বক্তব্য ছিলো মোটামুটি এরকম 'গণআদালতের রায় কার্যকর করা— এটা গণদাবি। তবে এই সরকারই যে গোলাম আযমের বিচার করবে এটা আমরা আশা করি না। ক্ষমতায় যেই থাকুক আমাদের দাবির পরিবর্তন হবে না। গোলাম আযমের পাশাপাশি অন্য ঘাতক আর দালালদের বিচারের দাবিও আমাদের করতে হবে। গোলাম আযমের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার আগেই ওর স্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটতে পারে। কবে গোলাম আযমের বিচার বিশেষ ট্রাইবুনালে উঠবে কিংবা কবে মারা যাবে তার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি বা তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ আমরা ঝুলিয়ে রাখতে পারি না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বা তাদের সম্পর্কে তদন্তের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা ছিলো এদের অনেকে সংসদের সদস্য। বিরোধী যে সব দল আমাদের সমন্বয়ের শরিক তাদের আবার এই সব যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে বৈঠকে বসতে হয়।